তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৩৯

**সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল, যুক্ত ছিল বিএনপি**

 **--পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি):

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল, এতে যুক্ত ছিল বিএনপি-খালেদা জিয়া।’

 আজ রাজধানীর মিন্টো রোডে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সাম্প্রতিক মন্তব্য 'ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে আওয়ামী লীগই বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল' এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, 'রিজভী সাহেবের এই বক্তব্য টেলিভিশনে শুনেছি, অনলাইনে দেখেছি। এই বক্তব্য আমার কাছে পাগলের প্রলাপ মনে হয়েছে।'

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে আমরা আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৩৩ আসন পেয়ে সরকার গঠন করি। বিএনপি পেয়েছিল মাত্র ৩০টি আসন। এ রকম বিপুল জনসমর্থন পেয়ে সরকার গঠন করার পর এমন জঘন্য ঘটনা কেন ঘটাবে সরকার? আর সেদিন আওয়ামী পরিবারের সদস্যরাই বেশি নিহত হয়েছিল। এমনকি তৎকালীন আইজিপির মেয়ের জামাতাও নিহত হন।'

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রশ্ন রেখে বলেন, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দুপুরের আগে ঘুম থেকে জাগেন না, কিন্তু সেদিন খালেদা জিয়া কোন কারণে সকালেই ঘুম থেকে উঠে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হলেন?' তিনি বলেন, 'তার গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল। তিনি সেদিন লন্ডনে কতবার কথা বলেছিলেন সেই রেকর্ড আছে। এতে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় বিএনপি যে সরাসরি যুক্ত সেটিই প্রমাণিত। অতএব রুহুল কবির রিজভীর বক্তব্য পাগলের প্রলাপ।’ সাংবাদিকরা এ সময় বিএনপি নেতা মঈন খান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন- এ নিয়ে মন্তব্য চাইলে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তাদের দুর্নীতি লুটপাটের কারণে পরপর চারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দুর্নীতিতে সাক্ষ্য দিতে এফবিআই বাংলাদেশে এসেছিল। বিএনপি নেতা মঈন খান হয়তো এসব কথা ভুলে গেছেন। কারো বাবা নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু মঈন খানের বাবা সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন- প্রয়োজনে দেশ বিক্রি করে দেওয়া হবে।’

 হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘৭ জানুয়ারি বিএনপি আশা করেছিল নির্বাচন হবে না। মানুষ যাতে ভোট দিতে না যায় সেই প্রার্থনা করেছিল তারা। কিন্তু ৪২ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। যখন একটি সুন্দর নির্বাচন হলো, প্রধানমন্ত্রীকে সারা বিশ্ব অভিনন্দন জানিয়েছে, জো বাইডেন চিঠি দিয়ে প্রশংসা করেছেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও প্রশংসা করেছে, তখন বিএনপি খেই হারিয়ে ফেলেছে।’ বিএনপি অভিযোগ করছে তাদের কর্মীরা গ্রেফতার হচ্ছে এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার মানুষ ধরা পড়ে চুরি ডাকাতি বা বিভিন্ন অপরাধে। বিএনপি তাদের কর্মী বলছে কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন।'

 এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে তাঁর সাথে সাক্ষাতে আসেন ঢাকা সফররত আগরতলা প্রেসক্লাবের ১৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল। আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি রমাকান্ত দে, সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, কামাল চৌধুরী, রঞ্জন রায়, অভিষেক দে, সুরজিৎ পাল, মনিষ লোদ, অভিষেক দেববর্মা, প্রণব সরকার, সুপ্রভাত দেবনাথ, দেভাশিস মজুমদার, সুমন দেবরায় এবং বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার সভাপতি রেজওয়ানুল হক প্রমুখ মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সাথে চা-চক্রে মিলিত হন। এ সময় প্রতিনিধি দল মন্ত্রীকে উত্তরীয় ও সম্মাননা স্মারক অর্পণ করে।

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৩৮

**বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগণের পাশে আছে**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি):

 বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগণের পাশে আছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

 আজ কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা অ্যারাবিক-এ গাজায় ইসরায়েলি দখলদারিত্ব, গণহত্যা ও ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ইসরায়েলের অপতথ্য প্রচার সংক্রান্ত এক সাক্ষাৎকার প্রদানকালে প্রতিমন্ত্রী একথা জানান।

 ফিলিস্তিন সংকটের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের পাশে আছে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান অত্যন্ত জোরালো ও সুস্পষ্ট। তিনি কিছুদিন পূর্বে মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, গাজা উপত্যকায় যা ঘটছে তা গণহত্যা। এটাই আমাদের অবস্থান। আমরা বিশ্বাস করি, ফিলিস্তিনের জনগণ নিপীড়িত হচ্ছে। এখানে সুস্পষ্টভাবে দু’টি পক্ষ রয়েছে। একটি পক্ষ নির্যাতন করছে। অপর পক্ষ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ নির্যাতিত জনগণের পক্ষে এবং আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে।

 অধ্যাপক আরাফাত বলেন, গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হত্যাকাণ্ড দখলকৃত জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে এবং বিশ্বকে সত্য জানাতে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজায় মানবিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, অবৈধ দখলদারিত্ব বন্ধ করা ও যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, গাজায় যা ঘটছে তা ধর্ম, দেশ, জাতিসত্তার ঊর্ধ্বে। সেখানে মানবিকতা পরাজিত হচ্ছে। সেখানে অবিশ্বাস্যভাবে নারী-শিশু হত্যা করা হচ্ছে, বেসামরিক ব্যক্তিরা গণহত্যার শিকার হচ্ছে। গাজায় জনসাধারণের স্বাধীনতা নেই। এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিবৃতিতে না গিয়ে, বিতর্ক না করে বিশ্বের কাছে সত্য তুলে ধরতে হবে।

 উল্লেখ্য, ওআইসি সদস্য দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীদের ইসলামিক সম্মেলনে যোগ দিতে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে তুরস্কে অবস্থান করছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী।

#

ইফতেখার/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৭

**মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে**

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে**

 **-- প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন, (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান।

মন্ত্রী আজ মধুখালী উপজেলার কামালদিয়ায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারিদের মাঝে ৮টি মিল্কিং মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মানুষকে ঋণের নামে টাকা পয়সা দিয়ে ১৪ গুণ সুদসহ ফেরত নিচ্ছে যারা, তারাই আবার নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে। এরকম করে বহু মানুষ সর্বস্ব হারাচ্ছে। তারপরও ঋণ শোধ হয় না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই দেশের মাটি, ঘাস, প্রকৃতির ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে কোন মানুষটি একটু কষ্টে আছে, কোন মানুষটি বিষণ্নতায় আছে, কোন মানুষটির জন্য একটা কাজ জোগানো যায়, সেটি খুঁজে খুঁজে বের করেন।

মধুখালী উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে অনুষ্ঠানে এলডিপিপি প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর ডা. গোলাম রব্বানী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামনূন আহমেদ অনিক, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোঃ মিজানুর রহমান ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. সুদেব কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

#

নাজমুল/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৯০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৬

পরিবেশমন্ত্রীর সাথে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের বৈঠক

**জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা বৃদ্ধি করবে**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন, (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় চলতি অর্থবছরে দেশের ২৪ টি মন্ত্রণালয়ের ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তবে এই অর্থ পর্যাপ্ত নয়, আরো অর্থায়ন প্রয়োজন। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতির টাকা কিভাবে আনা যায় তা নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা হয়েছে।

আজ রাজধানীর পরীবাগে তাঁর বাসভবনে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইসের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। জাতিসংঘের উন্নয়ন সমন্বয় কর্মকর্তা ও কৌশলগত পরিকল্পনাকারী লুইস বারবার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ কিভাবে আন্তর্জাতিক অর্থ সহায়তা পাবে তা নিয়ে পরিবেশমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলার উপায়, অভিযোজন ও প্রশমনে বাংলাদেশের সাথে একত্রে কাজ করবে জাতিসংঘ। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এডভোকেসি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কমিউনিটি এডাপটেশনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বাংলাদেশের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক।

বৈঠকে জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং প্লাস্টিক দূষণের মতো গুরুতর পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা নিয়েও আলোচনা হয়। লুইস এবং চৌধুরী পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব আরো মজবুত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

#

দীপংকর/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৭৫৬ ঘণ্টা

Handout Number: 3235

UN Resident Coordinator Meets Environment Minister **UN Pledges Funding for Climate Actions in Bangladesh**

 **- Environment Minister**

Dhaka, 26 February :

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said that the United Nations will provide substantial funding to Bangladesh through its various agencies to combat climate change. Minister Chowdhury emphasized the need for increased financial support, stating that the allocated Tk 35 thousand crore from 24 ministries in the current fiscal year is insufficient. Discussions were held with the UN delegation on sourcing additional funds for climate mitigation and adaptation efforts through various UN channels.

Minister Chowdhury addressed the media following a bilateral meeting with UN Resident Coordinator Gwyn Lewis at his residence in Paribag in the capital today. Louise Barber, Senior Development Coordination Officer and Strategic Planner was also present in the occasion.

Highlighting the focus on securing international financial support to address climate change impacts, Lewis reiterated the UN's commitment to collaborate closely with Bangladesh on climate resilience strategies, including the implementation of national adaptation plans, advocacy, flood control, and community-based adaptation measures. She praised Bangladesh's leadership in environmental conservation and pledged continued UN support for the country's sustainable development goals.

The meeting also delved into collaborative efforts to tackle critical environmental challenges such as deforestation, biodiversity loss, and plastic pollution. Lewis and Chowdhury explored avenues to strengthen partnerships between the UN and Bangladesh in environmental protection and sustainable development initiatives.

#

Dipankar/Faisal/Shafi/Mosharof/Rezaul/2024/1740 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৪

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে চলছে দেশ
                            --ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১৩ ফাল্গুন, (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে চলছে দেশ। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন।

জামালপুরের ইসলামপুরে সিরাজাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মন্ত্রী বিশেষ বর্ধিত সভা ও তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ-স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি তৈরিতে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানেই থেমে নেই, ২১০০ সালের বাংলাদেশ কেমন হবে তাঁর নেতৃত্বে সেই পরিকল্পনাও করা হয়েছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠনের সফলতার পথ ধরে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের পথে দেশ আরো সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাবে।

মোঃ ফরিদুল হক খান বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে জনসাধারণ ব্যবহার করছে স্বপ্নের পদ্মাসেতু ও মেট্রোরেল যা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি বলেন, কর্ণফুলী নদীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অনন্য মাইলফলক।

পলবান্ধা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জবান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুস ছালাম, সহসভাপতি শাহাদত হোসেন স্বাধীন, মজিবর রহমান শাহজাহান, যুগ্ম সম্পাদক জিয়াউল হক সরকার প্রমুখ। এ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুবকর/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এ সময় ৫৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৩৩৩ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩২

**আগামীকাল বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন, (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩ এর চূড়ান্তপর্বের খেলা আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে উদ্বোধন করবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী। এসময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত উপস্থিত থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবলের চূড়ান্তপর্বের উদ্বোধনী খেলায় ময়নমনসিংহ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার চরগোলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বরিশাল বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ভোলা সদর উপজেলার ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী খেলায় চট্টগ্রাম বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে বরিশাল বিভাগের চ্যাম্পিয়ন পটুয়াখালির বাউফল উপজেলার মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এবারের প্রতিটি টুর্নামেন্টে ৬৫ হাজার ৩ শত চুয়ান্নটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। উভয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী খেলোয়াড়ের সংখ্যা ২২ লাখ ২২ হাজার ২৬ জন। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় শেষে চূড়ান্তপর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে উভয় টুর্নামেন্টের বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন স্কুলসমূহের মধ্যে। অংশগ্রহণকারীর দিক থেকে এটি বৃশ্বের বৃহৎ টুর্নামেন্টে পরিণত হয়েছে।

#

তুহিন/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৬১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩১

**মিসরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত**

কায়রো (মিশর), ২৬ ফেব্রুয়ারি :

 কায়রোতে বাংলাদেশ দূতাবাস গতকাল মিসরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে বিখ্যাত কায়রো অপেরা হাউজে বাংলাদেশ-মিসর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উদযাপন করেছে। মিসরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ড. নেভিন আল কিলানির পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিসরের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সুপ্রীম কাউন্সিল অব কালচারের মহাসচিব প্রফেসর হিসাম আজমি ও মিসরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরবৃন্দ।

 অনুষ্ঠানটির মূল আয়োজন শুরু হয় বাংলাদেশ ও মিসরের জাতীয় সংগীত দিয়ে। এরপর আলোচনা সভা, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও হেরিটেজ সমৃদ্ধ একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, বাংলাদেশি হস্তশিল্প ও রপ্তানীপণ্যসমূহ যথা- নকশি কাথা, জামদানী, শীতল পাটি, চামড়াজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী প্রদর্শন, গিফট বিনিময় ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পর্যটন প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি তথ্যচিত্র এবং বাংলাদেশের হস্তশিল্প ও রপ্তানী পণ্যসমূহ প্রদর্শন করা হয়।

 এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মিসরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ড. নেভিন আল কিলানি এবং মিসরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুপ্রিম কাউন্সিল অব কালচারের মহাসচিব প্রফেসর হিসাম আজমি।

#

রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৪৫৭ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩০

**জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনে যোগ দিতে কেনিয়া যাচ্ছেন পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন, (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ৬ষ্ঠ জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনের হাইলেভেল সেগমেন্টে যোগ দেওয়ার জন্য আজ কেনিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

বিশ্ব এখন জলবায়ু পরিবর্তন, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের হ্রাস এবং প্লাস্টিক দূষণের ত্রিশঙ্কা মোকাবিলা করছে। এ লক্ষ্যে এবারের জাতিসংঘ পরিবেশ অধিবেশনের থিম নির্ধারিত হয়েছে ‘জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস এবং দূষণ মোকাবিলায় কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ’।

মন্ত্রী অধিবেশনের হাইলেভেল সেগমেন্টে বাংলাদেশের কান্ট্রি স্টেটমেন্ট প্রদান করবেন এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অভিযোজনে দেশের সাফল্যগুলি তুলে ধরবেন। এছাড়া, পরিবেশগত সুরক্ষায় জাতীয় উদ্যোগ ও মালিকানার গুরুত্বের পাশাপাশি তিনি বৈশ্বিক ঐক্য ও কর্মের গুরুত্ব তুলে ধরবেন।

জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনে যোগদান শেষে ৩ মার্চ তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন করার কথা রয়েছে।

#

দীপংকর/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৩৫০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২৯

**পার্বত্য চট্টগ্রামকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার**

 **-পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান। পার্বত্য চট্টগ্রাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার সম্ভাবনাময় স্থান। এখানকার মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যই সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এ অঞ্চলে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

গতকাল খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পর্যটন মোটেল কনফারেন্স হলে স্থিতিস্থাপক জীবিকার জন্য অংশীদারিত্ব (পিআরএলসি) ও ইউএনডিপি আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের অবস্থা এবং সুপারিশ-অংশীদারিত্বের ওপর দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে ভালোবাসেন এবং পার্বত্যবাসীর ভাগ্যোন্নয়নে পাহাড়ি সম্পদ সুরক্ষা ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পাহাড়ি এলাকার বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করার জন্য মৌলিক সেবা প্রদান কর্মসূচিগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তার মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

পার্বত্য এলাকার বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাগুলোর সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতির বাস্তবায়নের চিত্র কর্মশালায় গুরুত্ব পায়।

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে ইউএনডিপি’র অতিরিক্ত সচিব (অবঃ) দীপ চক্রবর্তী, ইউএনডিপি রাঙ্গামাটির প্রোগ্রাম অফিসার শিশু প্রিয় ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা টিটন খীসা, খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুমানা আক্তার, খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৪০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২৮

**পাঁচ বছরে হিলি স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ৮৫ লাখ মেট্রিক টন**

রংপুর, ১৩ ফাল্গুন, (২৬শে ফেব্রুয়ারি) :

গত পাঁচ বছরে হিলি স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ৮৫ লাখ ৯০ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন। এরমধ্যে আমদানির পরিমাণ ৮৪ লাখ ৮১ হাজার মেট্রিক টন এবং রপ্তানির পরিমাণ ১ লাখ ৯ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন।

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, পেপার বোর্ড, পেপার, সুতা, গুঁড়া দুধ ও জুসসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি করা হয়। এছাড়া, এ স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য ভারতে রপ্তানি করা হয়। গত পাঁচ বছরে হিলি স্থলবন্দর থেকে আয় হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, হিলি স্থলবন্দর দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপেজলার বাংলা হিলি সীমান্তে অবস্থিত। এ স্থলবন্দরের পাশে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। ২০০২ সালে হিলি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়।

#

মামুন/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৩৩৬ ঘন্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২৭

**বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে এর সকল সদস্যকে অভিনন্দন এবং স্মরণিকা ‘উদ্দীপন’ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধে শহিদ পুলিশ সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে যে বাহিনীর পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী। আওয়ামী লীগ সরকার যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি, ঝুঁকিভাতা চালু, রেশন প্রাপ্তির হার দ্বিগুণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করি। ১৯৯৮ সালে আমরাই প্রথম পুলিশ সুপার পদে নারী কর্মকর্তাকে নিয়োগ, পাঁচ কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে পুলিশ কল্যাণট্রাস্ট গঠন, পুলিশ স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা, পুলিশের জনবল বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি ।

বিগত ১৫ বছরে আমরা নতুন পদ সৃষ্টি, বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক পদোন্নতি, পদমর্যাদা এবং গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ পদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। আমরা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), শিল্প পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, এন্টি টেরোরিজম, কাউন্টার টেরোরিজম, নৌপুলিশ, এমআরটি পুলিশ ও এসপিবিএনসহ অনেকগুলো নতুন বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছি। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও পার্বত্য জেলাগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায় কয়েকটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়েছে। আমরা পুলিশ স্টাফ কলেজকে আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেছি। আমরা থানা, ফাঁড়ি তদন্ত কেন্দ্ৰ, ব্যারাক, আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ দিয়েছি। দশ তলা ভবন করে রাজারবাগে পুলিশ হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করেছি। আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে পুলিশ হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। পুলিশ বাহিনীর জন্য ডিএনএ ল্যাব, ফরেনসিক ল্যাব, অটোমেটেড ফিঙ্গার প্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (এফআইএস) ও আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করেছি। আকাশপথে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুলিশের এয়ার উইং গঠন করা হয়েছে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের এসকল সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে পুলিশ বাহিনী আজ একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, দক্ষ, গতিশীল ও জনবান্ধব বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সর্বোপরি উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশের পথে যে অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ তার সহযাত্রী। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদ নিয়ন্ত্রণে সরকার ঘোষিত ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়ন, দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও তারা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, অ্যাপস, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সসহ উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ও লজিস্টিকস সামগ্রীর ব্যবহারের মাধ্যমে পুলিশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে যোগ্য করে তুলছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন, কল্যাণমূলক ও জনহিতকর কার্যক্রম গ্রহণ এবং দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে আরো বেশি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, পেশাদারিত্ব, ত্যাগ, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে।

আমি ‘বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন’ এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১২০৭ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২৬

**পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি ‘পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের সদস্যগণ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুলিশ বাহিনীর প্রায় ১৪ হাজার বাঙালি পুলিশ সদস্য কর্মস্থল ত্যাগ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে ১ হাজার ১০০ জনেরও বেশি পুলিশ সদস্য শহিদ হন। দেশপ্রেম ও পেশাদারিত্বের পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার সেই কালরাতে পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমান ঘাতকদের বাধা দিতে গিয়ে বিনা দ্বিধায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। দেশবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির আগুনসন্ত্রাস মোকাবিলা ও জঙ্গিবাদ দমনসহ সব ধরনের সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন অনেক অকুতোভয় পুলিশ সদস্য। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন অনেক পুলিশ সদস্য। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে জাতির পিতা যে বাহিনীর পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী। আওয়ামী লীগ সরকার যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি, ঝুঁকিভাতা চালু, রেশন প্রাপ্তির হার দ্বিগুণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করি। ১৯৯৮ সালে আমরাই প্রথম পুলিশ সুপার পদে একজন নারী কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেই। ৫ কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, পুলিশ স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা, পুলিশের জনবল বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

বিগত ১৫ বছরে আমরা ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। পদমর্যাদা বৃদ্ধি, নতুন পদ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক পদোন্নতি প্রদানসহ গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ পদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), শিল্প পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, এন্টি টেরোরিজম, কাউন্টার টেরোরিজম, নৌপুলিশ, এমআরটি পুলিশ ও এসপিবিএনসহ অনেকগুলো নতুন বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছি। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও পার্বত্য জেলাগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায় কয়েকটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়েছে। আমরা পুলিশ স্টাফ কলেজকে আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেছি। আমরা থানা, ফাঁড়ি তদন্ত কেন্দ্র, ব্যারাক, আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ দিয়েছি। দশ তলা ভবন করে রাজারবাগে পুলিশ হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করেছি। আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে পুলিশ হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। পুলিশ বাহিনীর জন্য ডিএনএ ল্যাব, ফরেনসিক ল্যাব, অটোমেটেড ফিঙ্গার প্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (এফআইএস) ও আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করেছি। আকাশপথে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুলিশের এয়ার উইং গঠন করা হয়েছে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের এসকল সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে পুলিশ বাহিনী আজ একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, দক্ষ, গতিশীল ও জনবান্ধব বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

সকল সময়ে জনগণের সেবা করাই প্রতিটি পুলিশ সদস্যের পবিত্র দায়িত্ব। আমার প্রত্যাশা, মানবীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে সততা, নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, ত্যাগ, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের সাথে পুলিশ সদস্যগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

আমরা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। রূপকল্প-২০৪১ এর সেই স্মার্ট বাংলাদেশে পুলিশকেও হতে হবে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং স্মার্ট। আমি আশা করি, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে নতুন দিনের নতুন চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং পুলিশের গৌরব সমুন্নত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবে।

আমি ‘পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪’ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১২২৭ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২২৫

**পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি ‘পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে রাজারবাগে সামান্য ‘থ্রি-নট-থ্রি’ রাইফেল দিয়ে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পুলিশ। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর পুলিশ সদস্যদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও দেশের আইনশৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, দেশে নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বে একটি প্রশংসনীয় নাম। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছে। পরিবর্তন ঘটছে অপরাধের ধরন ও প্রকৃতিতেও। অপরাধীরা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন অপরাধ ঘটাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ নির্ণয় ও দমনে বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যপ্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পুলিশকে ‘জনগণের পুলিশ’ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি আশা করি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ ধরে ‘জনগণের পুলিশ’ হওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক পুলিশ সদস্য বিপদে-আপদে জনগণের পাশে থাকবেন। পুলিশের সহায়তা চেয়ে কোথাও কোনো নিরপরাধ মানুষ যেন অযথা হয়রানি বা অবহেলার শিকার না হয় এ বিষয়ে আপনারা আরো তৎপর হবেন।

সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ পুলিশ সদা সচেষ্ট থাকবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১২১৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২৪

**জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) চতুর্থবারের মতো ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট পরিসংখ্যান, উন্নয়নের সোপান’ যা সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের সুসংগঠিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণে গুণগত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ৪টি পৃথক পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে ১৯৭৪ সালে বিবিএস প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বিবিএসসহ জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সমন্বয় ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত আইনগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে আওয়ামী লীগ সরকার ‘পরিসংখ্যান আইন-২০১৩’এবং পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য ‘জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১৩-২০২৩’ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতার অন্যতম প্রকাশ হলো ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনশুমারি ও গৃহগণনা পরিচালনা এবং এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ।

 অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ‘উন্নয়নের রোল মডেল’ হিসেবে স্বীকৃত। এমডিজির লক্ষ্যসমূহ সফল বাস্তবায়নের পর এসডিজির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর এবং ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আর্থসামাজিক সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার পাশাপাশি অনেক উন্নত দেশের চেয়ে এগিয়ে। আমি মনে করি, উন্নত পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আমাদের সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান দিবস পালন এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমরা সময়ানুগ ও মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে বিশ্ব দরবারে একটি স্মার্ট দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে সক্ষম হবো, ইনশাল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১১১৮ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

২ ফাল্গুন ১৪৩০ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২28

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২২৩

**জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ’ ও ‘বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)’র যৌথ উদ্যোগে ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ‘পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা’ নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সরবররাহ করে আসছে। আমি মনে করি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের মাধ্যমে বিবিএস স্মার্ট বাংলাদেশ ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনে সরকারের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে এবারের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট পরিসংখ্যান, উন্নয়নের সোপান’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০-এর জন্য বিভিন্ন সূচক পরিমাপ, সরকারের ‘রূপকল্প ২০৪১’, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জরিপ ও শুমারি পরিচালনাসহ দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিবিএস-এর বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োচিত তথ্য-উপাত্ত সরকারের সার্বিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১২১১ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ